রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুন ৩০, ২০০৪

পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ আষাঢ়, ১৪১১ বঙ্গাব্দ/২৭ জুন, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

নং অম/অসবি/সঞ্চয়/০২/২০০৪/১৯০—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন ঃ**

(১) এই নীতিমালা "পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪" নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই নীতিমালা, ২০০৪ সালে প্রবর্তিত "পেনশনার সঞ্চয়পত্র" এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা ঃ** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালা—

(ক) "ইস্যু অফিস" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক, ডাকঘর, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো ও উহাদের যে-কোন শাখা অফিস বুঝাইবে।

(খ) "ফরম" বলিতে এই নীতিমালার সহিত সংযোজিত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ফরম বুঝাইবে।

(গ) "তিন মাস" বলিতে ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের হিসাবে তিন মাস বুঝাইবে।

(ঘ) "সঞ্চয়পত্র" বলিতে "পেনশনার সঞ্চয়পত্র" বুঝাইবে।

(ঙ) "সনদপত্র" বলিতে বিনিয়োগকারী নিয়োগ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিল গ্রহণের সনদপত্র বুঝাইবে।

(চ) "পেনশনার" বলিতে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী এবং পারিবারিক পেনশনের আওতায় মৃত চাকরিজীবীর স্বামী/স্ত্রী/সন্তান-কে বুঝাইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৩·০০

৩। **সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের যোগ্যতা ঃ**

(১) যে-কোন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি একক নামে।

(২) অবসর গ্রহণকারী যাহাদের চাকুরী কমপক্ষে ২০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

(৩) অবসর গ্রহণকারী যাহাদের বয়স ন্যূনতম ৫৫ বৎসর হইয়াছে।

(৪) পারিবারিক পেনশনের আওতায় মৃত/অবসরপ্রাপ্ত সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বামী/স্ত্রী/সন্তান এই সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে পারিবেন।

৪। **মেয়াদ ঃ** সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসর হইবে। মেয়াদ শেষে আসল পুনঃবিনিয়োগ-যোগ্য। প্রতি ৩ মাস অন্তর কুপনের মাধ্যমে মুনাফা উত্তোলন করা যাইবে।

৫। **মূল্যমান ঃ** সঞ্চয়পত্রের মূল্যমান হইবে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, ১ (এক) লক্ষ টাকা, ২ (দুই) লক্ষ টাকা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা এবং ১০ (দশ) লক্ষ টাকা।

৬। **ক্রয়সীমা ঃ** অবসর গ্রহণের পর প্রাপ্ত আনুতোষিক এবং ভবিষ্য তহবিলের অর্থ মিলিয়ে সর্বোচ্চ এক নামে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা।

৭। **ক্রয় পদ্ধতি ও নিবন্ধন ঃ**

(১) নির্ধারিত ফরম পুরণ করিয়া ইস্যু অফিসে নগদ অর্থ বা চেকের মাধ্যমে এই সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা যাইবে। চেকের মাধ্যমে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিলে চেকে উল্লেখিত অর্থ সংগ্রহের (Collection) তারিখে সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হইবে।

(২) ইস্যু অফিস বিনিয়োগকারী নাম, ঠিকানা ও তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত সঞ্চয়পত্রের বিবরণাদি এতদুদ্দেশ্যে বর্ণিত একটি রেজিষ্টারে নিবন্ধন করিবেন।

(৩) সঞ্চয়পত্রের ক্রেতা ইতোপূর্বে আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে যে-কোন সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিয়া থাকিলে উক্ত সঞ্চয়পত্র মেয়াদান্তে অথবা মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়নকৃত অর্থ পেনশনার সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) সঞ্চয়পত্র ক্রেতাকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে, তিনি ইতোপূর্বে আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে অন্য কোন ইস্যু অফিস হইতে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেন নাই বা ক্রয়ের জন্য আবেদন করেন নাই। অসত্য ঘোষণাপত্র প্রদানের কারণে সমুদয় সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৮। **নমিনি মনোয়ন ঃ**

(১) বিনিয়োগকারী যে-কোন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নমিনি মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন। বিনিয়োগকারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে এরূপ মনোনয়ন কার্যকর হইবে।

(২) বিনিয়োগকৃত অর্থের সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষের জন্য নমিনি মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে।

(৩) বিনিয়োগের সময় নমিনি মনোনয়ন প্রদান না করিলে পরবর্তী সময়েও বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করিলে নমিনি মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করিলে যে-কোন সময় নমিনি পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৫) বিনিয়োগকারীর পূর্বে মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে সংশ্লিষ্ট মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উক্ত মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) যথাযথ নমিনি মনোনয়ন ব্যতিরেকে বিনিয়োগকারী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণ তাহার প্রতি প্রযোজ্য পার্সোনাল "ল" অনুযায়ী মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

(৭) বিনিয়োগকারী মৃত্যুর পর নমিনি বা উত্তরাধিকারী ইচ্ছা করিলে বিনিয়োগকারীর মৃত্যুর তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন অথবা সঞ্চয়পত্রের মেয়াদ পর্যন্ত নির্ধারিত হারে তিন মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করিতে পারিবেন।

৯। **নগদায়ন পদ্ধতি ঃ**

(১) বিনিয়োগকারী সঞ্চয়পত্রের এবং নির্ধারিত ফরমের নির্দিষ্ট স্থানে অর্থ প্রাপ্তি স্বীকারপূর্বক দস্তখত দিয়া বিনিয়োগের ৩ (তিন) মাস পর হইতে কুপনের মাধ্যমে তিন মাস অন্তর মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং মেয়াদ শেষে বিনিয়োগকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও ইচ্ছা করিলে বিনিয়োগকারী প্রাপ্য মুনাফাসহ বিনিয়োগকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে এক বৎসরের মধ্যে নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা প্রাপ্য হইবেনা।

(২) বিনিয়োগকারীর অসামর্থ্যের কারণে বিনিয়োগকারী কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তি শুধু মুনাফা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যক্তির দস্তখত বিনিয়োগকারী কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

(৩) যে ইস্যু অফিস হইতে সঞ্চয়পত্র ক্রয় করা হয় সেই ইস্যু অফিস হইতে অন্য ইস্যু অফিসে (একই প্রতিষ্ঠানের) নিবন্ধন স্থানান্তরিত করিয়াও সঞ্চয়পত্রে অর্থ গ্রহণ করা যাইবে।

১০। **মুনাফার হার ঃ** ১১% মেয়াদান্তে।

(১) বিভিন্ন মূল্যমানের সঞ্চয়পত্রের মুনাফার পরিমাণ নিম্নরূপভাবে প্রদেয় হইবে ঃ—

বিনিয়োগের পরিমাণ (টাকা)	তিন মাস অন্তর প্রদেয় মুনাফার পরিমাণ (টাকা)
(ক) ১,০০,০০০	২,৭৫০
(খ) ২,০০,০০০	৫,৫০০
(গ) ৫,০০,০০০	১৩,৭৫০
(ঘ) ১০,০০,০০০	২৭,৫০০

প্রতি ১ লক্ষ টাকার উপর ত্রৈমাসিক ২,৭৫০ টাকা মুনাফা প্রদান করা হইবে। পাঁচ বৎসর মেয়াদ শেষে মূল বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ পাওয়া যাইবে।

(২) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে নিম্নরূপভাবে মুনাফা প্রদান করা হইবেঃ—

মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে প্রাপ্য মুনাফার হার	ঃ	১ম বৎসরান্তে ৭.৫% ২য় বৎসরান্তে ৮.২৫% ৩য় বৎসরান্তে ৯.০০% ৪র্থ বৎসরান্তে ৯.৭৫%

(৩) মেয়াদ পূর্তির পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা কর্তনপূর্বক নিম্নরূপহারে আসল ফেরত প্রদান করা হইবে ঃ

সময়সীমা	তিন মাস অন্তর মুনাফা নগদায়ন করা হইলে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরৎ গ্রহণ করিলে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ
প্রথম বছরে	১,০০,০০০ গৃহীত মুনাফা কর্তনযোগ্য
প্রথম বছর অন্তে	১,০৭,৫০০—১১,০০০=৯৬,৫০০/-
দ্বিতীয় বছর অন্তে	১,১৬,৫০০—২২,০০০=৯৪,৫০০/-
তৃতীয় বছর অন্তে	১,২৭,০০০—৩৩,০০০=৯৪,০০০/-
চতুর্থ বছর অন্তে	১,৩৯,০০০—৪৪,০০০=৯৫,০০০/-

(৪) প্রথম বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা দেওয়া হইবে না। এই ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক মুনাফা উত্তোলন করা হইয়া থাকিলে তাহা মূল টাকা হইতে বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

(৫) ১ম, ২য়, ৩য় কিংবা ৪র্থ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর সঞ্চয়পত্র নগদায়ন করিলে নীতি ১০(৩) এর ছক অনুযায়ী গৃহীত ত্রৈমাসিক মুনাফা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়া হইবে। পূর্ণ বৎসর শেষে পরবর্তী ভগ্ন বৎসরে ত্রৈমাত্রিক মুনাফা গৃহীত হইয়া থাকিলে তাহাও কর্তন করিয়া রাখা হইবে।

১১। **সঞ্চয়পত্র হারানো ইত্যাদির ক্ষেত্রেঃ**

(১) সঞ্চয়পত্র হারাইয়া গেলে, চুরি হইয়া গেলে কিংবা পুড়িয়া অথবা নষ্ট হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ইস্যু অফিস কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে উহার পরিবর্তে "ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র" ইস্যু করা হইবে।

(২) সঞ্চয়পত্র হারানো, চুরি হওয়া, পুড়িয়া কিংবা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে তৎসম্পর্কিত থানায় প্রদত্ত এজাহার (জি,ডি.এন্ট্রি) এর কপি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হারানো বিজ্ঞপ্তির কপিসহ, "ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র" ইস্যুর জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। এই দরখাস্তের জন্য কোন ফি দিতে হইবে না। সঞ্চয়পত্র হারানোর বিষয়ে একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রদত্ত একটি এফিডেভিটও আবেদন পত্রের সংগে জমা দিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র গৃহীত হওয়ার এক মাস পর ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু করা হইবে। মূল সঞ্চয়পত্রের ইস্যুর তারিখই ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যুর তারিখ হইবে।

১২। **অন্যান্য শর্ত্যাবলীঃ**

(১) 'পেনশনার সঞ্চয়পত্র' ব্যাংক ঋণের জন্য জামানত/আমানত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) ব্যবসা-বাণিজ্যে পেনশনের সঞ্চয়পত্র জামানত হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

১৩। **অসুবিধা দূরীকরণ** ঃ এই নীতিমালায় নাই এমন কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে "Sanchayapatra Rules, 1977, First Amendment, 2002" প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হইবে।

ফরম-পিএসসি-১

নিবন্ধন নং-
তারিখ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর

পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় ফরম

০১। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম ঃ............................ পদবী ঃ ....

০২। পারিবারিক পেনশনের আওতায় মৃত চাকরিজীবী স্বামী/স্ত্রী/ সন্তানের নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ ....

০৩। (ক) পেনশন প্রদানকারী অফিসের নাম ও ঠিকানা ঃ (খ) পেনশন গ্রহণকারীর স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম ঃ পোঃ
থানা ঃ জেলাঃ

০৪। পেনশনারের জন্ম তারিখ ঃ .... বয়স ঃ ....

০৫।

চাকরীতে যোগদানের তারিখঃ	অবসর গ্রহণের তারিখ ঃ	পারিবারিক পেনশন গ্রহণের তারিখঃ

০৬। (ক) প্রাপ্ত পেনশন বা গ্রাচ্যুইটি ঃ টাঃ (খ) প্রাপ্ত ভবিষ্য তহবিল ঃ টাঃ

০৭। মোট কত টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ঃ টাঃ কথায় ঃ ।

০৮। চেকে প্রদত্ত হলে ঃ চেক নং- তারিখঃ ব্যাংকের নাম ঃ

০৯। কর সনাক্তকরণ নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

১০। নমিনি মনোনয়ন সংক্রান্ত ঃ

নমিনির নাম ও ঠিকানা	সম্পর্ক	টাকার পরিমাণ
(১)	....	....
(২)	....	....

১১। এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে, আমি ইতোপূর্বে আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে অন্য কোন ইস্যু অফিস হইতে পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করি নাই বা ক্রয় করার জন্য আবেদন করি নাই। অসত্য ঘোষণার কারণে সমুদয় সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বাজেয়াপ্ত হইবে।

১২। আমি সংশ্লিষ্ট পেনশনার সঞ্চয়পত্র নীতিমালা, ২০০৪ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

তারিখ ঃ পেনশনারের স্বাক্ষর

১৩। সঞ্চয়পত্র বুঝিয়া পাইলাম।

তারিখ ঃ পেনশনারের স্বাক্ষর

(প্রাপ্তি স্বীকার/সনাক্তকরণ রশিদ (ব্যাংক/ডাকঘর/সঞ্চয় ব্যুরো পূরণ করিবে)

০১। পেনশনারের নাম ঃ .... পেনশনারের নমুনা স্বাক্ষর

০২। নিবন্ধন নং ঃ .... তারিখ ঃ............

(১)
(২)

ইস্যু মূল্য	সঞ্চয়পত্রের ক্রমিক নম্বর

ইস্যু অফিসের সীল মোহর ও তারিখ

ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীল

(ব্যাংক/ডাকঘর/সঞ্চয় ব্যুরো পূরণ করিবে)

১৪। ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের বিবরণ ঃ

মূল্যমান	সঞ্চয়পত্রের ক্রমিক নম্বর ও সংখ্যা	টাকার পরিমাণ

মোট ইস্যুকৃত সঞ্চয়পত্রের সংখ্যা .... ও টাকার পরিমাণ ....

১৫। স্থানান্তর, ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র ইস্যু ও অন্যান্য ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ ঃ

তারিখ ও সিলমোহর ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল

পেনশনার সঞ্চয়পত্র সম্পর্কে কতিপয় তথ্য

০১। এই ফরম শুধুমাত্র পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাইবে।

০২। পেনশনার সঞ্চয়পত্র ব্যাংক, ডাকঘর ও জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো হইতে ক্রয় ও নগদায়ন করা যায়।

০৩। সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত চাকুরিজীবীর এবং পারিবারিক পেনশনের আওতায় মৃত চাকরিজীবীর স্বামী/স্ত্রী/সন্তান প্রাপ্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের অর্থে একক নামে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) লক্ষ টাকার পেনশনার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করিতে পারিবেন।

০৪। এই সঞ্চয়পত্র ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী। মেয়াদ পূর্তিতে শুধুমাত্র বিনিয়োজিত আসল অর্থ পুনঃবিনিয়োগ করা যায়। প্রয়োজনে মেয়াদ পূর্তির পূর্বেও নগদায়ন করা যায়। এক বছর পূর্বে নগদায়ন করিলে কোন মুনাফা প্রদেয় হইবে না।

০৫। এই সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ১১% (মেয়াদান্তে)। তিন মাস অন্তর মুনাফা উত্তোলন করা যায়। মেয়াদ শেষে মূল টাকা ফেরত পাওয়া যায়। মেয়াদ পূর্তির পূর্বে নগদায়ন করিলে ১ম বৎসরান্তে ৭.৫%, ২য় বৎসরান্তে ৮.২৫%, ৩য় বৎসরান্তে ৯.০০% এবং ৪র্থ বৎসরান্তে ৯.৭৫% হারে মুনাফা প্রদান করা হয় এবং অতিরিক্ত গৃহীত মুনাফা ত্রৈমাসিক মুনাফার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেওয়া হয়।

০৬। এই সঞ্চয়পত্র হারাইয়া গেলে, চুরি হইলে অথবা অন্য কোন কারণে বিনষ্ট হইলে সেইক্ষেত্রে ক্রেতার অনুকূলে "ডুপ্লিকেট সঞ্চয়পত্র" ইস্যু করা হয়। এই ক্ষেত্রে ইস্যুকারী অফিসকে সত্বর অবহিত করিতে হইবে।

০৭। সঞ্চয়পত্রের সনাক্তকরণ রশিদটি সঞ্চয়পত্রের সংগে না রাখিয়া পৃথকভাবে যত্নসহকারে রাখা বাঞ্ছনীয়।

(এই রশিদটি সঞ্চয়পত্রের সাথে না রাখিয়া পৃথকভাবে যত্নসহকারে রাখা বাঞ্ছনীয়)

ফরম পিএসপি-২

প্রাপ্ত আনুতোষিক ও ভবিষ্য তহবিলের সনদপত্র

(নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পূরণ করবেন)

০১। অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবীর নাম ঃ

০২। পদবী ঃ

০৩। অফিস/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ

০৪। পারিবারিক পেনশনের আওতায় মৃত চাকরিজীবীর স্বামী/স্ত্রী/সন্তান এর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

০৫। চাকরীতে যোগদানের তারিখ ঃ

০৬। অবসর গ্রহণের তারিখ ঃ

০৭। জন্ম তারিখ ঃ

০৮। পারিবারিক পেনশন গ্রহণের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

০৯। মঞ্জুরীকৃত আনুতোষিক/গ্রাচুইটির পরিমাণ ঃ টাকা ঃ

(কথায় ঃ

১০। মঞ্জুরীকৃত ভবিষ্য তহবিলের পরিমাণ ঃ টাকা ঃ

(কথায় ঃ

অফিস/প্রতিষ্ঠানের সিল মোহর ও তারিখ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খায়রুজ্জামান চৌধুরী

সচিব।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।